OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 03
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 14 - 25
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 14 - 25
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

মালদা জেলার ঐতিহ্য তন্ত্রবিভূতির ‘মনসাপুরাণ’

ড. আবদুল করিম
Email ID: abdulkarim.au@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Creation, Real truth, Real fact, Mansapuran, New incidents, Successful, Effective, Different way.

Abstract
Manasamangala’ is a Traditional Poetry of entire Bengal. But this poetry divided into three regional parts— 1. Rarher dhara, 2. Purbabanger dhara, 3. Uttarbanger dhara. Tantrabibhuti is the Poet of ‘Mansapuran’. He was the first writer of Uttarbanger dhara. He was born in malda disrict. So Tantrabibhuti created his own style in Uttarbanger dhara. It was difficult for the writers of Manasamangala, because all ‘Manasamangala’ poets had followed One story only. Tantrabibhuti created some new incidents for his ‘Mansapuran’. He created his story in different way. Tantrabibhuti created all character of own Idea. No doubt he represented every things very smartly. So Tantrabibhuti was a effective poet of Manasamangala. Because Lately Jagajjivan Ghoshal and jiban Maitra followed him. Tantrabibhuti was successful Poet of his Mansapuran.

Discussion

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম মৌলিক সৃষ্টি মঙ্গলকাব্য। ‘মঙ্গল’ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ কল্যাণ। মঙ্গলকাব্য লিখলে, পড়লে, শুনলে কবি, পাঠক ও শ্রোতার মঙ্গল কামনা থেকেই এই নামের উৎপত্তি। ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় বলেছেন—

> “বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা প্রচারসম্বন্ধীয় একপ্রকার আখ্যান কাব্যকে মঙ্গলকাব্য বলে।”[১]

এই দেবদেবীদের প্রায় প্রত্যেকেই আর্য সংস্কৃতির নন, বাংলার গ্রাম্য পরিমণ্ডলের বিভিন্ন ভিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার ফলস্বরূপ এদের আবির্ভাব ও প্রতিষ্টা। আশুতোষ ভট্টাচার্যের অভিমত—

> “প্রাচীন ও মধ্যযুগের পদ সাহিত্য মাত্রই গানের উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল। মঙ্গল সাহিত্য ইহার ব্যাতিক্রম ছিল না। এই জন্যই মনে হইতে পারে, আদ্যোপান্ত মঙ্গল রাগে কিম্বা প্রধানতঃ মঙ্গল রাগে যাহা গীত হইত। তাহাই সাধারণত মঙ্গলগান বলিয়া অভিহিত হইত।”[২]

যাইহোক এই মঙ্গলকাব্য গুলির মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রীয়তা অর্জন করেছিল ‘মনসামঙ্গল’ কাব্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পঞ্চদশ থেকে আষ্টদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন কবি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন তাদের ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে। মূলত বাংলা সাহিত্যে ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের তিনটি ধারা পরিলক্ষিত হয়—

১) **রাঢ়ের ধারা :** কেতকাদাস ক্ষেমান্দ, বিপ্রদাস, সীতারামদাস, রসিক মিশ্র প্রমুখ কবি।
২) **পূর্ববঙ্গের ধারা :** নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত, ষষ্টিবর প্রমুখ কবি।
৩) **উত্তরবঙ্গের ধারা :** তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবন মৈত্র প্রমুখ কবি।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 03
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 14 - 25
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তবে কাহিনির দিক থেকে উত্তরবঙ্গের ধারা একটু পৃথক এতে ধর্মমঙ্গলের প্রভাব বর্তমান।[৩]

উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের কবিদের মধ্যে প্রাচীন তন্ত্রবিভূতি। তিনি তাঁর কাব্যের নাম উল্লেখ করেছেন 'মনসাপূরাণ'। তন্ত্রবিভূতি কাব্য রচনা করেন ষোড়শ শতাব্দীর শেষ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের মধ্যবর্তী সময় পর্বে। উত্তরবঙ্গের প্রাচীন কবি হিসাবে তাঁর কাব্যে মৌলিকতার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। ড. আশুতোষ দাস মালদা জেলার কালিয়াচক থানার অধীন জালালপুর গ্রামের গোপাল ভাদুড়ীর গৌরাঙ্গ মন্দির থেকে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে পুঁথিটি উদ্ধার করেন। তিনি মনসাপুরাণের মোট চারটি পুঁথি পান। আশুতোষ দাস মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর, কালিয়াচক ও ইংরেজ বাজার ঘুরে মনসাপুরাণের পালার অভিনয় হতে দেখেছেন। আবার চারটি পুঁথিই মালদা জেলার কালিয়াচক থানায় পাওয়ার জন্য তিনি তন্ত্রবিভূতিকে মালদা জেলার কবি হিসাবে পরিচিতি দিয়েছেন। কিন্তু কাব্যে কবি নিজের কোন পরিচয় দেননি। তবে তিনি জে মালদার কবি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[৪] সুকুমার সেন অনুমান করেছেন—

> "মনে হয় কবি জাতিতে তাঁতি ছিলেন, তাই ভনিতায় নিজেকে 'তন্ত্রবিভূতি' বলেছেন।"[৫]

তান্ত্রিক তথা বৌদ্ধধর্মের প্রভাব মনসাপুরাণের সর্বত্র লক্ষ করা যায়। যাইহোক উপযুক্ত স্থানে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। সমালোচক অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় তন্ত্রবিভূতির কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করে লিখেছেন—

> "উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গলে যে নতুনত্ব পরিলক্ষিত হয়, তাহার প্রথম সূচনা করেন তন্ত্রবিভূতি। এই জন্য সপ্তদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গল কাব্যের বিবর্তনের ইতিহাসে তন্ত্রবিভূতির কাব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"[৬]

আশুতোষ দাসের কথা স্বীকার করে বলা যায়— তন্ত্রবিভূতি ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের বিচক্ষণ কবিত্বের কাব্যকার। তিনি হৃদয় স্পর্শী পদরচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের লোকায়ত রীতির দক্ষ বাণীশিল্পী। তিনি ছিলেন গায়ক, ভক্ত, ভাবুক ও রসিক কবি। আশুতোষ দাস বলেন—

> "বর্ণনার কারুণ্য ও রূপ-বর্ণনার সামর্থে মুকুন্দরামের বাণীকণ্ঠ যেন তাহার কাব্যে শ্রুতিগোচর হয়।"[৭]

বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যের কবিদের কাছে মৌলিক চরিত্র সৃষ্টি ও ঘটনা নির্মাণ করা সহজ ছিল না। তাঁরা সর্বদা গতানুগতিক পথে একই কাহিনিকে অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছেন। ফলে চরিত্র ও ঘটনাগুলিও হয়েছে গতানুগতিক একই পথের পথিক, একই বৈশিষ্ট্যের আধার। তবে ভিন্ন ভিন্ন কবি পৃথক মানসিক অবস্থা, সামাজিক পরিবেশ, চিন্তা ভাবনা সম্পন্ন মানুষ হওয়ায় তাঁদের সৃষ্ট চরিত্র ও ঘটনাগুলি গতানুগতিকতার মধ্য থেকেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ও শিল্প সাফল্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তবে উত্তরবঙ্গ ধারার মনসামঙ্গল কাব্যের প্রাচীন কবি তন্ত্রবিভূতি যে কৌশলের সাহায্যে চরিত্র ও ঘটনার সংমিশ্রণে সম্পূর্ণ কাহিনি নির্মাণ করেছেন, তা কবির কাহিনি বয়ন ও সৃজনশীলতার গুণে অনন্য মাত্রা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। মনসা পুরাণে দেবখণ্ড ও বণিকখণ্ড দুটি ভাগ আছে তেমনি দুরকম বৈশিষ্ট্যের চরিত্র ও ঘটনাও লক্ষ করা যায়। দেবখণ্ডে যেমন ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা, মনসা, নারদ মুণি, সাবিত্রী, সত্যবান, হনুমান, নেতাই প্রমুখ দেবতা চরিত্র আছে তেমনি আছে মনসার জন্ম, রাখালের পূজো, মালাবতী-কপিলার মর্ত্যে অবতারণ, সমুদ্র মন্থন, শিবের গড়ল পান, আস্তিকের জন্মের মতো প্রভৃতি ঘটনা। মানব চরিত্র ও তাদের ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়ার সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে বণিকখণ্ড।

পূর্বেই বলেছি যে পুঁথি আবিষ্কারক আশুতোষ দাস, সুকুমার সেন, আশুতোষ ভট্রচার্য, অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা একবাক্যে তন্ত্রবিভূতিকে ষোড়'শ শতকের শেষ থেকে সপ্তদশ শতকের প্রথমের কবি বলে স্বীকার করেছেন। আবার এটাও বলেছি যে তিনি নিজের আত্ম পরিচয় তাঁর কাব্যে দেননি, তাই কবির সাধারণ পরিচয় আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তবে কবি ভণিতায় 'পদ্মমুখি প্রাণনাথ', 'দ্বিজ মহামতি,' 'দ্বিজসুত', 'বিদ্গদ' প্রভৃতি বাক্য ব্যবহার করেছেন। ভণিতা আনুযায়ী তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ পুত্র এবং তাঁর স্ত্রী ছিল পদ্মমুখী। কবি যদি ব্রাহ্মণ পুত্র হন তবে সাধারণত পাঠকের মনে উদ্ভাবিত হয় যে তাহলে কবির নামে 'তন্ত্র' শব্দের ব্যবহার কেন? এই তন্ত্র শব্দটি এসেছে তান্ত্রিক ধর্ম থেকে। তান্ত্রিক ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম উভয়ের মধ্যে সাধন তত্ত্বগত দিক থেকে অনেক মিল আছে। এদেশীয় অনার্যদের ধর্মছিল তান্ত্রিক ধর্ম। আবার প্রাচীন গৌড়ে পাল রাজাদের আমল থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ও প্রতিপ্রত্তি। সেন রাজাদের ব্রাহ্মর্ণ্য ধর্ম ও তুর্কি আক্রমণের পর মুসলমান প্রভাব বৌদ্ধ ধর্মকে প্রায় নিহঃশেষ করেছিল। তবে বৌদ্ধ প্রভাব যে বাঙ্গালি মননে প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান ছিল

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 03
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 14 - 25
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য। ফলে তন্ত্রবিভূতির নামের তন্ত্র শব্দের মধ্যে তন্ত্র ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মের প্রভাব থাকতে পারে এমন বললে অস্বাভাবিক নাও হতে পারে। নিছক বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব না থাকলেও তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব আছে বলা যায়। কিন্তু কবির পরিচয় আমরা যেহেতু পায়নি সেহেতু এই সম্পর্কে তেমন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা যায় না। এখন এটাই ধরতে হবে যে তিনি ছিলেন ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের মালদার একজন বিশিষ্ট কবি। যিনি ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান ও তাঁর স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী।

আশুতোষ দাস তন্ত্রবিভূতির কাব্যে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালির সমাজ জীবনের, আচার আচরণে, ধর্মীয় মননে তন্ত্রপ্রভাবের পরিচয় লক্ষ করেছেন। ওঝা ধন্বন্তরির সর্প দংশনে মৃত ব্যক্তিকে বাঁচাবার উপায় ও সিদ্ধি, বিবাহ সভায় লখিন্দরের জীবন সঙ্কটের জন্য কালিদহে বেহুলার পূজা, নেতাই এর দূরন্ত শিশুপুত্রকে হত্যা করে পুনজীবন দান, মনসার সাহায্যে লখিন্দরের জীবনদান প্রভৃতি তন্ত্রবিভূতির কাব্যে তন্ত্র সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আশুতোষ দাস বলেন—

"বিপ্রদাসের মনসাবিজয় কাব্যানুরূপ ধর্মপূজা প্রসঙ্গ তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।"[৮]

ধর্মঠাকুর বাংলার জনপ্রিয় বহুপূজ্য প্রাচীন দেবতা। মনসামঙ্গল কাব্যে হর-পার্বতীর কাহিনির অতিরিক্ত ধর্মঠাকুরের অবির্ভাব মঙ্গলকাব্য ধারায় বিশেষ আকর্ষণ। তন্ত্রবিভূতির মনসা পুরাণে ধর্মঠাকুরের প্রসঙ্গ বেশ গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে। তন্ত্রবিভূতি এই ধর্মঠাকুরের পূজক ছিল অনুমানে খুব ভুল হবে না, মনে হয়। তিনি মনসাপুরাণের দেব বন্দনা অংশে লিখেছেন—

"প্রথমে বন্দিঞা গাইব ধর্ম নৈরাকার।
জাহার সৃজন হৈল জগত সংসার।।
ব্রহ্মা হরিহর জেই সৃজন করিল।
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম হইল।।"[৯]

বাংলার মনসামঙ্গলের ধারায় শিব উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপুর্ণ দেবতা চরিত্র। মনসার জন্মের কারণ শিব। মনসাপুরাণের কবি দেখিয়েছেন যে মনসার উৎপত্তির মূলে রয়েছে ধর্মপূজা। কেননা ধর্মঠাকুরের পূজার জন্যই শিব মানস-সরোবরে গিয়েছিলেন আর সেখানেই তাঁর বিন্দুপাতে মনসার জন্ম—

"একদিন প্রভু হর করিল ভূষণ।
আচম্বিতে মনে তার হইল স্মরণ।।
ধর্ম পূজিবারে শিব করিলেন মন।
ত্রিশ কোটি দেব আইলা কমলের বন।।
বিভূতিভূষণ হরে মালাধুতুরার ফুল।
ধর্মনামে মজি হিঞা আখি ঢুলু ঢুল।।"[১০]

এছাড়াও ব্রহ্মার ধর্মের আরাধনা, বিশ্বকর্মার ধর্মস্মরণে নৌকা নির্মাণ, বেহুলার ধর্মকে স্মরণ করে লোহার কলাই সিদ্ধ, বেহুলার ভেলায় ধর্মের আলেখ্য নির্মাণ, বিশ্বকর্মার ধর্মঠাকুরকে স্মরণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ উত্তরকালে জগজ্জীবনের কাব্যে ধর্ম বিস্তৃত কাহিনি সৃজনে প্রেরণা হয়েছিল।[১১] চন্ডীমঙ্গলের শিবদুর্গার কাহিনি অবলম্বনে শিবায়ন কাব্য রচিত হয়েছিল। আনুরূপভাবে তন্ত্রবিভূতির মনসাপুয়রাণের শিব ব্রহ্মার ধর্মপূজার প্রসঙ্গ পরে ধর্মমঙ্গল কাব্যের উদ্ভাবনে সহায়ক হয়েছিল—এই কথা স্বাভাবিক ভাবেই অনুমান করা যায়।

লোহার কলাই সিদ্ধ করা অসম্ভব, এরকম অসসম্ভব কাজে বেহুলার ধর্মকে স্মরণ করা স্বাভাবিক। কেননা দেবতার অলৌকিক প্রভাব না থাকলে এই কাজ সম্ভব হয় না। তাই তন্ত্রবিভূতি লিখেছেন—

"সতীবধূ বোলি চান্দো বোলে ডাক দিঞা।
লোহার অষ্ট কালাই মোকে দেহত সিঝাঞা।।
বেহুলা বলেন শ্বশুর দিলেন আরতি।
ধর্মে রক্ষা কৈলে তবে থাক এ খিয়াতি।।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 03
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 14 - 25
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সুবর্ণের ঝারি নীল হাতেত করিয়া।
সত্বরে চলিল বালী পদ্মা স্বঙরিয়া।।"[১১]

তন্ত্রবিভূতির কবিত্ব শক্তির পরিচয়বাহি তাঁর সৃজন ক্ষমতা, ঘটনা বর্ণায় সুক্ষ দৃষ্টিতে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কবির এই কাহিনি বয়ন ক্ষমতা ও সৃজনশীলতাই মনসামঙ্গলের উত্তরবঙ্গের ধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। যা পরবর্তীতে জগজ্জীবন ঘোশাল, জীবন মৈত্রের মত প্রতিভাধর কবিদের দ্বারা অনুসৃত হয়েছে। আশুতোষ দাস লিখেছেন—

> "কাব্যকর্তা তন্ত্রবিভূতি তাহার কাব্যের বিভূতি বিস্ময়াবহ ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অভিনব। তিনি উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের দিগদর্শন এবং নিখিল বঙ্গের মনসামঙ্গলের কবিগণের শিরোমণি। তিনি কবিকঙ্কণের সমগোত্রীয় আর একজন কবি যিনি মঙ্গল কাব্যের মাধ্যমে জীবনপ্রীতির পরিচয় দিয়াছেন।"[১২]

জীবনপ্রীতির পরিচয় কাহিনি বয়ন, সৃজনশীলতা, ভাষা, সঙ্গীত, চরিত্র নির্মাণ, ছন্দ, অলংকার প্রভৃতি ক্ষেত্রেই পরিলক্ষীত হয়। বিশেষত কাহিনি বর্ণনায় তন্ত্রবিভূতির চমৎকারিত্ব লক্ষ করার মতো। ধর্মপূজার জন্য শিব পুষ্পবনে পুষ্প তুলতে গেলেন। রুদ্রাক্ষ ফুলে ভ্রমরের গুঞ্জনে মদন জাগ্রত হলে শিবের বিন্দুপাত হয়। বিন্দু হাতে নিয়ে তিনি পদ্মপাতায় রাখেন। পদ্মনাল বেয়ে বিন্দু মাংসপিণ্ড আকারে পাতালে নাগরাজ বাসুকীর কাছে যায়। বাসুকী তাতে জল দিলে মনসার জন্ম হয়। কবির বর্ণনা—

"মহাদেবের মহাবিন্দু আসিঞা মিলিল।।
তখনি বসুকী নাগ কর্ম করে।
জল সেচন করে মাংসপিন্ডের উপরে।।
আগে নাক মুখ পাছে অষ্টাঙ্গ হইল।
প্রসবিল মনভাবে মনসা নাম থুইল।।"[১৩]

একের পর এক কবির বর্ণনা যেন সরল গতিতে চলতেই আছে অসংগতি নেই কিন্তু চমৎকারিত্ব আছে। যেমন মনসা নামের ব্যাখ্যায়। কেননা শিব পুষ্পবনে পুষ্প তুলতে গিয়ে চাঁপা, নাগকেশ্বর, গজরাজ প্রভৃতি ফুল তুলার পর রূদ্রাক্ষ ফুলে ভ্রমর দেখে তার শরীরে রোমাঞ্চের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে তার বিন্দুপাত হয়েছে—

"ফুটিল রুদ্রাক্ষ ফুল গুঞ্জরে ভ্রমরে।
ভ্রমরা ভ্রমরী জাতে উড়ি উড়ি পরে।।
মধু খাঞা ভ্রমরা ঝমকে নাদ পুরে।
তা দেখিঞা শিবের বিপরীত মন।
মোহিলা শিবের বুকে এ পঞ্চ মদন।।"[১৪]

শিবের পঞ্চমদন জাগ্রত হওয়ার কারণ কিন্তু কোন শারীরিক অনুভূতি বা শারীরিক স্পর্শ নয়, রূদ্রাক্ষে ভ্রমর দেখে মনে মদন জাগ্রত হয়েছে। আবার যেহেতু শিবের মনের চঞ্চলতার জন্যই বিন্দুপাত, কোন শারীরিক অনুভূতি ছাড়ায় তাই কবির বর্ণনা—

'প্রসবিল মনভাবে মনসা নাম থুইল।।' এখানে ঘটনা পারম্পর্যের বাস্তবতা ও নিটল বর্ণনা শৈল্পিক মাধুর্যের সৃষ্টি করেছে।

শিবের দুঃখ বর্ণনা তন্ত্রবিভূতির কবিত্বকে শিল্প সৌন্দর্যে উন্বিত করেছে। ফুলের সাজিতে মনসাকে দেখে দুর্গা সতীন ভেবে ক্রোধে তার একটা চোখ অন্ধ করে দেয়। ফলে মনসা অষ্টনাগের সাহায্যে দুর্গার উপর বিষ বর্ষণ করে। ধর্মের পুজারত শিব অলৌকিকভাবে জানতে পেরে দুর্গাকে দেখে শিব হাহাকার করে উঠেছে—

"ত্রৈলোক্যের নাথ কান্দে সিয়রে বসিঞা।
কিব কার্য্য করিনু মুঞি পুষ্প ধারি গিঞা।।
জাইবার কালে গেলা তুমা নিষেধিয়া।
আজিকার সাজিগুতি না লারিহ গিঞা।।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 03
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 14 - 25
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সুবর্ণ খরুখা গাছি তাতে তুলা দিঞা।
দুর্গার পরাণ চাহে নাকে ছোয়াইঞা।।
শ্বাস নিশ্বাস দুর্গার একই না পাইল।

হাসান হোসেনের কাহিনি তন্ত্রবিভূতির কাব্যে নেই, তবে রাখালের কাহানিতে কাব্যকার নতুনত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রাখালরা মনসাকে দেখে কেউ অলঙ্কার কেড়ে নিতে চাই, আবার কেউ চাই বিবাহ করতে। মনসা অষ্টনাগকে দিয়ে তাদের উপর অত্যাচার করেছে। কিন্তু কুব্জা মনসার কথা শুনে দুধ নিয়ে আসলে মনসা তার কুব্জ ভালো করে দিয়েছে। অন্য রাখালরাও যখন কুব্জার বর দেখে নিজেরাও দেবীর কাছে বর চেয়েছে তখন্ দেবী তাদের বর দিয়েছে—

"আমরা সেবক হব মর্ত্যভূমন্ডলে।
নিবেদি মাতা তুমি দেহ বর
আমরা করিব রাষ্ট্র এ মর্ত্যভিতর।।

মালাবতীর উপখ্যান তন্ত্রবিভূতির নিজস্ব সৃষ্টি—

"কান্দে মালিনী মালাবতী বিপদ ভাবিঞা।
কি করণে তপ মোর আইল ছুটিঞা।।
ইন্দ্র বোলেন মালিনী সুনহ বছন।
বাঘ্র হৈঞা থাক গিঞা জে ভূবন।।
ইন্দের সাক্ষাতে বোলে করজোড় করি।
কত দিন থাকিব তথা বাঘ্ররূপধরি।।
মোর বোল মালাবতী অবধান।
মনহর বাছা তুমি দেখিবে জখন।।
তার দরশনে হবে শাপ বিমোচন।।"[১৬]

এইভাবে কপিলার পুত্র মনোহরের দেখা পেয়ে মালাবতী বাঘের রূপ ছেড়ে সর্গে ফিরে যায়। কিন্তু ক্ষেমানন্দের কাব্যে নারদ মুণি বাঘের রূপ ধরে মনোহরের সাথে যুদ্ধ করেছে।

কপিলার দুধেপূর্ণ সমুদ্রে তেঁতুল পতিত হওয়ার কাহিনি বর্ণনার গুণে যেমন অভিনব তেমনি নাটকীয়—

"তেতলি নইঞা টিয়া জায় অনেক অন্তরে।
দেখিঞাত শুয়া পক্ষ ধাইল সত্বরে।।
দুইপক্ষে জোরাজোরি হৈইল মহারণ।
ঠোটে হোইতে তেতলি পড়িল ততক্ষণ।।
টিয়ার ঠোটের তেতলি পরিল ক্ষীরনদী।
সকল সমুদ্র তখন হৈইঞা গেল দধি"।।[১৭]

তন্ত্রবিভূতি আসন-বাসন চরিত্রদ্বয়কে সৃষ্টি করেছেন। আসন-বাসন মনসার পূজা প্রচারের ভবিষ্যৎ কাহিনি বর্ণনা করেছে। আবার নেতাই এর মতো চাঁদের বিরুদ্ধে মনসাকে মন্ত্রনাও দিয়েছে—

"পাইঞা তোমার বর ভজিবেন শঙ্কর
দিবে তুমি জ্বাই জিয়াইঞা।
সত্য করাইঞা তারে আনিবেন নিজপুরে।।
তবে পূজা করিবে বানিঞা।
পূজা নৈঞয়া নিজ অংশে দুজনের স্বর্গবাসে।
এই মতে পূজার বিধান।।
বাসনের কথা শুনি আনন্দিত পদ্মমুণি।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 03
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 14 - 25
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাসনে দিল পঞ্চ ভূষণ।।"[১৮]

মনসাপুরাণের কাহিনিতে চাঁদের বাণিজ্য থেকে ভিরে আসার পর চাঁদ বাড়িতে এসে লখিন্দরের জন্ম হয়। কিন্তু বিশেষ করে ক্ষেমানন্দের কাব্যে দেখা যায় চাঁদ যখন বাণিজ্য যাত্রা করে তখন লখিন্দর সোনকার গর্ভে ছিল। সেদিক থেকে দেখতে গেলে তন্ত্রবিভূতির কাব্যে কাহিনিগত জটিলতা কমে গিয়ে সরল কাহিনির রূপ নিয়েছে। চাঁদের ছয় পুত্রের মৃত্যু কাহিনি আবার অনেকটা শিল্প সৌন্দর্য ও চাঁদের মানসিক জটিলতা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। যেখানে ক্ষেমানন্দের কাব্যে একবারই ছয়টি পুত্রের মৃত্যু হয়েছে সেখানে মনসাপুরাণে প্রত্যেক পুত্রের ভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন পরিস্থিতিতে মৃত্যু হয়েছে। ষষ্ট পুত্রের মৃত্যু হয়েছে লঙ্কায় বাণিজ্য করতে গিয়ে। লঙ্কার রাজা চন্দ্রধরের সাথে চাঁদ সওদাগরের ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয় এবং রাজার নারিকেলের প্রতি গভীর অনুরাগ কবির সৃজনশীলতারই পরিচয় স্পষ্ট করে—

"রাজা বোলে তেজি রাজ্য তোমার সঙ্গে জাব।
তোমার দেশে জাঞা আমি নারিকেল খাব।।
পর্ব্বত উপরে গাছ তথা ফল ধরে।
বিস্তর সৈন্য সাজিব মিতা আর পঞ্চদল।
তবে সে আনিবো মিতা ফল নারিকেল"।।[১৯]

বেহুলা লখিন্দরের ঘরে কাল নাগিনীর প্রবেশ, লখিন্দরকে দংশন ও পানের পাত্রে নাগিনীকে আটক অভিনব। কেতকাদাসের কাব্যে বেহুলা নাগিনীর লেজ কেটে স্বামীর হত্যাকারীর চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করেছে। কিন্তু তন্ত্রবিভূতি ভিন্ন পথের যাত্রী। চাঁদ ছেলে লখিন্দরের জন্য বউ খুঁজতে যাওয়ার বর্ণনার নিপুণতা পরিলক্ষীত। চাঁদ ছেলের বউ খুঁজে না পেয়ে লেঙ্গাকে নিয়ে গাছের নিচে বসে থাকে। কবি মনসার উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য নাটকীয়ভাবে বেহুলাকে স্বামী লাভের অছিলায় সরোবরে নিয়ে এনেছেন। সেইখানে চাঁদ সওদাগর বেহুলাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। যার জন্য কবির কাহিনি বয়ন নাটকীয় ও বাস্তবসম্মত রূপলাভ করেছে।

বেহুলার দাদা শঙ্খসদাগরের উপখ্যান কাহিনিতে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। কবি ঘটনাকে অনেকটা সংকটময় করেছেন যাতে পাঠকের মনে রোমাঞ্চের সৃষ্টি হয়। শঙ্খ সওদাগর ১২ বছর পরে বাড়ি ফিরেছে। বেহুলা ও সদাগর উভয়ই উভয়কে চেনে না। শঙ্খ তাই প্রথমে বেহুলার রূপ দেখে মোহিত হন। কিন্তু পরে বোনের পরিচয় জানতে পারলে নিজে লজ্জিত হন। শঙ্খ ঘোষের বোন বেহুলার সৌন্দর্যে মোহিত হওয়া ও বোনের পরিচয় জেনে লজ্জা পাওয়ার মধ্যে শঙ্খ গোষ চরিত্রটির ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতা ও সামাজিক বোধ প্রকট হয়ে উঠেছে।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে নেতাই এর কাছে বেহুলা কাপড় পরিষ্কার করেছেন, তার মন জয় করার জন্য। কিন্তু তন্ত্রবিভূতির বেহুলার পরিচয় নেতাই এর কাছে একজন নটী হিসাবে, সে তার নাচ দেখিয়েছে। নেতাই শিবকে বেহুলার পরিচয় দিয়েছেন নটী হিসাবে। সেই হিসাবে দেবতারা নটী বেহুলার নাচকে উপভোগ করেছেন এই কাহিনি বর্ণনার কৌশলকে কাজে লাগিয়ে কবি পাঠকের মনে দেবতার মহিমাকে কিছুতা হলেও অক্ষুন্ন রেকেছেন—

"নেতাইর আগে বালী নৃত্য করে ভাল।
মুখে গীত গায় বালী হাতে বাজায় তাল।।
নাকে বাশি বাজায় কন্যা মুখে গায় গীত।
নৃত্য দেখি নেতাইর আনন্দিত চিত ।।
নেতাই বোলে বিদ্যাধরী নৃত্য ক্ষেমা কর।
তোমার কথা কহিব আমি শিবের গোচর।।
তোমাকে নইঞা জাব শিবের পুরীত।
তন্ত্রবিভূতে গায় মধুর সঙ্গীত"।।[২০]

জরৎকারু মুণির সঙ্গে মনসার বিবাহে দেবতার উপহার ও উপঢৌকন দেওয়ার বর্ণনা সমাজজীবনের প্রতিবিম্বনে ও মনসামঙ্গল কাব্যে অভিনবত্বের সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 03
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 14 - 25
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"ব্রহ্মা এ দিলেন হংস তার রাজমণি।
বিষ্ণু আনিঞা দিল আপন শঙ্খ ধ্বনি ।।
মহেশ দিলেন তবে ই রাজ্যে ছারিঞা।
চারিমাস রাজ্যকর গিঞা।
নেতাই-কে পাত্র করি দিলেন শঙ্কর।
কর্ম্মচারী হঞা তুমি থাকিবে তৎপর।।
বাসুকি দিলেন তারে সতেস্বরি হার।
সাগর আনিঞা দিল অষ্ট অলংকার।।
ইন্দ্র আদি দেবগণ দিল নানা ধন।
দেবীকে সম্মান করি গেল নিজ স্থান।।
দেবীকে সন্তুষ্ট করি সভে ঘর জায়।
মনসা বন্দিঞা তন্ত্রবিভূতি গায়।।"[২১]

হাস্যরস সৃষ্টিতে কবির নৈপুণ্য লক্ষীত হয় কবি নিজে প্রাণ ভরে হাসতে পারেন এবং অন্যকে হাসাতে পারেন—

"বাহু মৃণাল দেখিতে সুছন্দ।
মুখ পদ্ম দেখি জেন দুতিয়ার চান্দ।।
নঞান কটাক্ষ যেন দেখিতে সুঠান।
নাসা দীঘল যেন গরুড় সমান।।
চাপার পাখুরি যেন কন্যার সর্ব গাও।
বিশ্বকর্মার নির্মিত যেন কন্যার হাত পাও।।"[২৩]

এইভাবে তন্ত্রবিভূতি তার মনসাপুরাণে আপন কবিত্ব শক্তি ও শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য তন্ত্রবিভূতির কবিত্ব সম্পর্কে বলেছেন—

> "তন্ত্রবিভূতির মনোহারিত্ব আছে তাঁহার বৈদগ্ধ কেবল কবির আত্ম-প্রশস্তিতে নয়, বাণী বয়ন শিল্পেও সমর্থিত। বর্ণনার কারুন্য ও রূপ বর্ণনার সামর্থে মুকুন্দরামের বাণীকণ্ঠ যেন তাঁহার কাব্যে শ্রুতিগোচ্র হয়। কি কাহিনী বয়নে কি চরিত্র চিত্রণে তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। কবিত্ব শক্তিতে তিনি প্রায় প্রথম শ্রেণীর মনসা মঙ্গলের কবিদের সমগোত্রীয়। মুকুন্দরামের ন্যায় তন্ত্রবিভূতি ও দুঃখ বর্ণনায় বড়।"[২৪]

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে তন্ত্রবিভুতির কাব্য আজও মালদা জেলার ইংরেজ বাজার, কালিয়াচক ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় তন্ত্রবিভূতির পুঁথির পঠন ও বিষহরি গানের অনুষ্ঠানিক আসর জমানোর প্রচলন আছে।[২৫] তন্ত্রবিভূতি এই অঞ্চলের কবি ছিলেন। তার ভাষার মধ্যেও এই অঞ্চলের ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি মূলত লোকায়ত রীতিতে আখ্যান কাব্য রচনা করেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য তন্ত্রবিভূতির ভাষা সম্পর্কে বলেছেন— "পুথির ভাষা ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা ভাষার রূপলক্ষণ মণ্ডিত।"

তন্ত্রবিভূতির ভাষায় তদ্ভব ও দেশী তথা আঞ্চলিক ভাষার প্রতি অনুরাগ লক্ষ করা যায়—

"দূর হইতে দুর্গা শিবকে দেখিঞা।
শিব কলে করি বসিল চাপিঞা।।
কলেত করিল দুর্গা ত্রিলোচন।
কোন কার্য্যের তরে কৈলা সমুদ্র মথন।।
সকল দেবতা মিলি সমুদ্র মথিল।
আমার কপালে কালকূত উপজিল।।"[২৫]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 03
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 14 - 25
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তাঁর কাব্যে বাংলা ভাষার প্রাচীনতার সাক্ষবহ ক্রিয়াপদের বহুল ব্যবহার দেখা যায়— কান্দে, বোনে, পাইল, ধরিঞা, জুখিঞা, করিঞা, বান্ধিল, থুইঞা প্রভৃতি। আবার মনসাপুরাণ কাব্যে নাম ক্রিয়াপদের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়— ঘোষে, বিভাইব, তেজিল, নির্মায়, তেয়াগিয়া প্রভৃতি।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে যে বাগবিভূতি রীতির প্রচলন শুরু হয় তা তন্ত্রবিভূতির কাব্যে লক্ষীত হয়—

"সাকশাতে সুন্দরীতুমি জেন বিশ্ব ফল।
ভিতরে কুৎসিত কিবা বাহিরে উজ্জ্বল।।
সেবিত কোমল তনু অতি সুললিত।
কঠিন পাথর দিঞা নির্মাইল চিত"।।[২৬]

আশুতোষ বন্দোপাধ্যায় বলেছেন—

> "কবি তন্ত্রবিভূতির শাব্দিক প্রতিভা পরিঋদ্ধ বহু আঞ্চলিক শব্দের অকুণ্ঠিত প্রয়োগ প্রসঙ্গে ইহা বিশেষ লক্ষণীয় যে তাঁহার বাণী প্রকাশে প্রকাশে পরিমার্জিত রীতি ও বাংলার জনপ্রীয় রীতির সমসংস্থান লাভ করিয়াছে।"[২৭]

মনসাপুরাণে কবি যে লোকায়ত রীতির প্রতি অধিক পক্ষপাত দেখিয়েছেন তার ফলে কাব্যের স্থানে স্থানে ভাষার সাংস্কৃতিক পরিমার্জনা ক্ষুন্ন হওয়ার পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে—

"পাটনী বোলেন কন্যা রহ এই ঠাঞি।
জাইতে না দিব দান জাবত না পাই।।
ভাঙ্গিব মোঞ্জুস তোর কদলীর ভূর।
বালী বোলে গর্ব্ব তুমি না কর পাটনী।
সনঙ্কটে রাখিবে মোকে শঙ্কর নন্দিনী।।"[২৮]

তন্ত্রবিভূতি মনসাপুরাণে বিভিন্ন সময় মনসার সম্বোধনে 'তোতল' শব্দটি ব্যাবহার করেছেন—

"চন্দন বৃক্ষের তলে
আছে দেবী তোতলে।
তথা ব্রহ্মা মিলিল আসিঞয়া"।।[২৯]

অথবা

"চক্ষে নাহি দেখে দুর্গা মুখে নাহি রাও।
তাহাতে দেখিঞা হাসে তোতলা মাও।[৩০]

বা

"জালুর লাএ চড়িল মাতা ব্রাহ্মণী তোতল।
লাএ পাও দিতে হৈল সুবর্ণ সকল।।[৩১]

কবি দেবী মনসাকে 'তোতল' বলেছেন। তবে তোতল শব্দটির তাৎপর্য ও অর্থ কুব স্পষ্ট বোঝা যায় না। মনসাপুরাণের আবিষ্কারক আশুতোষ দাস তোতল শব্দটির ভোজপুরী মনসার কাহিনির সাথে সম্পর্ক অনুমান করেছেন—

> "এদিকে ভোজপুরী মনসার কাহিনিতে পাঁচ বোন মনসার মধ্যে একজনের নাম দোতোলা ভবানী।"[৩২]

এই দোতোলা ভবানী নামের সাথে সাদৃশ্য বসত তোতল শব্দটি তন্ত্রবিভূতি ব্যবহার করেন এটি মূলত অনুমান। প্রকৃত অর্থ বা তাৎপর্য বোঝা যায় না।

তন্ত্রবিভূতির কাব্যে আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার তাঁর ব্যবহৃত ছন্দ ও অলংকারকে একটা স্বাতন্ত্রতা দান করেছে। তিনি মূলত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের ব্যবহার করেছেন এখন যাকে ছান্দসিকরা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বলে সেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দ তিনি অনায়াসে পয়ার ও ত্রিপদীতে ব্যবহার করে এক সরলতাপুর্ণ করুণ ধ্বনি মাধুর্যের সৃষ্টি করেছেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 03
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 14 - 25
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"বালার সিওরে সোনা বসিল চাপিঞা।
নখাইর মুখে লাল জাইছে বোহিয়া।।
আর না রাখিব তনু পুত্র না দেখিয়া।
কান্দে সোনা বানিঞানী বিষাদ ভাবিয়া।।"[৩৩]

আবার ত্রিপদীর প্রথম দুই ছত্রে মিল এবং তৃতীয় ছত্রের সাথে পরবর্তী ত্রিপদীর তৃতীয় ছত্রের মিল সম্পন্ন করে এক সঙ্গীতময় ধ্বনি সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করেছেন—

"আইল বাছা মনহর দুগ্ধেত ভরাও উদর
দুই চক্ষ বহ্যা পরে ধারা।
আসি দুগ্ধ খায় পুতা মনে না ভাবিহ ব্যথা
বিনি অপরাধে প্রাণহারা ।।
গেল অরণ্যের মাঝে কামরূপী এক বাঘে
তথা আইনু এ সত্য করিঞা ।
বলে বাছা উত্তর কাহাকো না কর ডর
আমা লেহ সংগতি করিঞা"।।[৩৪]

মনসাপুরাণে কবি অলংকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে অল্প হলেও অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। তিনি বিশেষত রূপ বর্ণনার সময় অলংকার ব্যবহার করেছেন। যত্রতত্র আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার তিনি করেছেন। সেভাবে অলংকার ব্যবহার না করলেও তাঁর ব্যবহৃত অলংকার চিত্রকল্প নির্মাণে স্বচ্ছতা দান করেছে। যেমন, 'মুখ পদ্ম দেখি যেন দুতিয়ার চান্দ'। কিংবা 'নাসা দীঘল যেন গরুড় সমান' অথবা 'সুন্দর অঙ্গলি জেন চাপার কদলী' বা 'সুন্দর অধর বিম্ব ফুল' প্রভৃতি অলংকারের কথা বলা যায়।

চাঁদ সদাগরের চরিত্রের বর্ণনায় সরল স্বচ্ছ ও স্পষ্ট বাকভঙ্গির পরিচয় পাওয়া গেলেও বীরত্বের অভাব চরিত্রটির মধ্যে লক্ষ করা যায়। সে মনসার সাথে বিরোধিতা করেছে কিন্তু সাহসের সাথে তার তেজের মননশক্তির লক্ষ করা যায়। সে মনসাকে পূজো করতে অস্বীকার করেছে কিন্তু সাধারণ ভাবে সরল ভঙ্গিতে—

"স্তুতি করে চন্দ্রপতি করি জোড় হাত।
সপ্ত প্রদক্ষণ সাধু করে প্রণিপাত।।
শিব বোলে সুন পুত্র কর অবধান।
তোমাকে মনসা দেবী চাহে আমা স্থান।
আজি হৈতে পূজা তুমি কর মনসার।।
ক্রোধ হয়্যা বোলো চান্দো সুন শুলপাণি।
এক মহাদেব বিনে অন্য নাহি জানি।।
গঙ্গাজইল বিনে অন্যজল কেবা খায়।
বট ছাড়ি সহরার তলে নাহি জায়"।।[৩৫]

কুলপাণি অর্থাৎ ষষ্টপুত্রের লঙ্কায় মৃত্যুতে যে ভাবে চাঁদ হাহাকার করে উঠেছে এবং ক্রন্দন করেছে তাতে তাঁর অপুরুষ ও তেঝীনতারই পরিচয় পাওয়া যায়। পরপর পাঁচটি পুত্রের মৃত্যুতে সে গম্ভীর থেকেছে কিন্তু ষষ্টপুত্রের মৃত্যুতে সে ভিতরের আবেগকে ধরে রাখতে পারেনি—

"অহে পুত্র কুলপাণি উঠ উঠ বোল বাণী
তোমা পুত্র হারালাঙ লঙ্কায়।
কান্দে চান্দো সদাগর ধুলাই লোটে কলেবর
লোক সভ করে হায় হায়।।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 03
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 14 - 25
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চাম্পাইতে পাইঞা বর আইলাঙ লঙ্কার পাড়
এথা পুত্রে দংশিল আসিঞা।
শোকে মোর দহে প্রাণি বিবাদে নাসিল কানী
ছয় পুত্র দংশিল আসিঞা”।।[৩৬]

পূর্বেই বলেছি তন্ত্রবিভূতি দুঃখ বর্ণনায় নিপুণতা দেখিয়েছে। সোনকা পূর্বে ছয়পুত্রকে হারিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সপ্তমপুত্র লখিন্দর ছিল তার মূল আশ্রয়, প্রধান অবলম্বন। কিন্তু সেই পুত্রের যখন চাদ-মনসা বিরোধিতার জন্য মৃত্যু হয়েছে তখন তার মাতৃ বাৎসল্য হৃদয়ের অন্তর থেকে বেরিয়ে এসেছে—

“পুত্রশোকে সোনকা কান্দে মাঠে দিঞা হাত।
সোনকার ক্রন্দনে খসে কাঁচা বৃক্ষের পাত।।
সাতপুত্র মৈল সম্বরিব কত শোক।
সোনকার ক্রন্দন সুনে চান্দোর সর্ব্বলোক।।
লোটাঞা কান্দে সোনকা সাধুয়ানী।
শ্রাবণের ধারা জেন চৈক্ষে পড়ে পানি”।।[৩৭]

কবির বর্ণনা গুণে সোনকা জীবন্ত চরিত্রে পরিণত হয়ে উঠেছে।

সবদিক থেকে বেহুলা চরিত্রটি সার্থক রূপ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। বেহুলা চরিত্রের নিষ্ঠা, বিশ্বাস, সচেতন মনের গভীরতা তাকে শিল্প সাফল্যে মণ্ডিত করেছে। লখিন্দরের মৃত্যুতে সোনকা পুত্র শোকে কাঁতর হয়ে বিলাপ করেছে। কিন্তু নিজেকে স্থির রেখে বেহুলা মনে আবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে বলেছে—

“বেহুলা বোলে শাশুড়ি সুনহ উত্তর।
পদ্মা মানায়া জিঞাব প্রাণের ঈশ্বর।।
আম্র কদলী কাতি দেহো মঞ্জুস সাজাঞা।
প্রাণনাথ সঙ্গে দেহ গজাতে ভাসাঞা।।
ছোট হইতে সেবিঞাছি দেবী পদ্মাবতী।
ছয়মাসে জিঞাঙা আনিমু নিজ পতি।।”[৩৮]

বেহুলার সচেতন মনের বুদ্ধিদীপ্ত প্রাকাশ লক্ষ করা যায় ভেলায় করে স্বামী লখিন্দরকে জীবিত করতে যাওয়ার সময় মনসার সৃষ্টি একের পর এক বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার মধ্য দিয়ে। মনসা পাটনী বেশে বেহুলাকে ছলনা করে। কিন্তু বেহুলা মনসার চতুরতা বুঝতে পারে এবং তাকে আত্ম হত্যার কথা বলে স্ত্রী হত্যার পাপের ভয় দেখিয়ে উদ্ধার পায়—

“একাই দেখিয়া মোকে দেখাও বড় ডর।
হের দেখ বাটারি আছে আমার দোসর।।
ভাল চাহ পাটনী ফিরিঞা জাহ ঘর।
নহে বা স্ত্রিহত্যা দিব তোমার উপর।।
নিষ্ঠুর বচনে পদ্মা প্রাণে পাইল ভয়।
বেহুলা মরিলে মোর পূজা নাহি হয়।।”[৩৯]

এখানেই মাটি হয়েছে মনসা চরিত্রটি। তন্ত্রবিভূতির মনসার মধ্যে দেবতা সুলভ তেজ, বুদ্ধিমত্তা, চতুরতা কোনটিই পাওয়া যায়না। সে এক জন সাধারণ নারী যে না পেয়েছে পিতা-মাতার, না পেয়েছে স্বামীর স্নেহ ভালোসা। যার জন্য সে চেষ্টা করেছে মর্ত্যে পূজা প্রচারের। চাঁদের সঙ্গে দ্বন্দে সে আসন-বাসন, নেতাই এবং পাত্রদের সাহায্য নিয়েছে, প্রয়োজনে মিথ্যা বলেছে। আবার চাঁদ সদাগরের জন্য পূজা প্রচারে বাঁধা পেলে তার অন্তর হাহাকার করে উঠেছে—

“কান্দে দেবী বিষহরি হাত মাঠে দিয়া।
মর্ত্তেতে থাকিলাম আমি অপূজ্য হইয়া।।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 03
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 14 - 25
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিষাদ ভাবিয়া কান্দে আঝর নঞানে।
কি কারণে কান্দ মা বোলে পাত্রগণে।।
তোমার পিতা প্রভু ত্রিঈশ্বর।
তার ঠাই জাঞা মাতা করহ গোচর।।
এতেক প্রবোধ বাণী বোলে পাত্রগণ।
হংসেত চড়িয়া দেবী করিল গমণ।।"[৪০]

এইভাবে মনসা চরিত্রটিকে তন্ত্রবিভূতি ভয়, দুঃখ, বেদনা, এবং স্বপ্ন পূরণের সংশয় ও প্রাত্যশাপূর্ণ মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য দিয়ে আপন নৈপুণ্যে গড়ে তুলেছেন।

তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণে বারবার যৌনতার কথা এসেছে। প্রথমে শিবের বিন্দুপাতে মনসার জন্ম, মনসাকে প্রথম দেখে শিবের মোহ, ব্রহ্মার বিন্দু মনসার গর্ভে প্রবেশ ও কালকূটের জন্ম, চাঁদ–সোনকার দাম্পত্য, লখিন্দরের মাতুলানীকে শৃঙ্গার, বেহুলার স্বপ্নে সাবিত্রী-সত্যবানের মিলন, বাসর ঘরে লখিন্দরের সুরতির ইচ্ছা, নটী রূপী বেহুলাকে দেখে শিবের মোহ প্রভৃতির মধ্যে অনায়াসে কবি যৌনতাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি কিছুতা প্রয়োজনে কিছুটা অপ্রয়োজনে তার কাব্যে যৌনতাকে আশ্রয় দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে কবির প্রাচীন মনোভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তন্ত্রবিভূতিকে দোষ দিলে হবে না, কেননা যৌনতা ছিল তৎকালীন সময়ের যুগলক্ষণ। তাই একটা নির্দিষ্ট সময়ের লক্ষ্মণ অনুসারে এই যৌনতা ছিল স্বাভাবিক।

যাইহোক এইভাবে কবি তন্ত্রবিভূতি বাংলা সাহিত্যে মনসা মঙ্গলকাব্যের উত্তরবঙ্গ ধারার প্রথম কবি হিসাবে ঘটনা বর্ণনা, চরিত্র সৃষ্টি, কাহিনি নির্মাণ, বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি, আঞ্চলিক শব্দ এবং ছন্দ ও অলংকারের প্রয়োগ, সৃজনশীলতা এবং রস বৈচিত্র্যে তাঁর মনসাপুরাণকে শিল্প সাফল্যে মণ্ডিত করে মালদা জেলা তথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

Reference:

১. বন্দোপাধ্যায় ড. অসিতকুমার : 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', মডার্ণ বুক এজেন্সী, ২০১৭, পৃ. ৪৫
২. ভট্টাচার্য আশুতোষ : *'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'*, কলিকাতা বুক হাউস, ২০১৫, পৃ. ৩৩
৩. বন্দোপাধ্যায় ড. অসিতকুমার : 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', মডার্ণ বুক এজেন্সী, ২০১৭, পৃ. ৪৯
৪. ভট্টাচার্য আশুতোষ : *'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'*, কলিকাতা বুক হাউস, ২০১৫, পৃ. ৩৭
৫. সেন সুকুমার : *'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'*, প্রথম খন্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৯৭৮, পৃ. ২৮১
৬. দাস আশুতোষ : *'তন্ত্রবিভূতি বিরচিত-মনসা পুরাণ'*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০, পৃ. ১৭
৭. তদেব, পৃ. ২৪-২৫
৮. তদেব, পৃ. ২১
৯. তদেব, পৃ. ১
১০. তদেব, পৃ. ৫
১১. তদেব, পৃ. ২১
১২. তদেব, পৃ. ৯
১৩. তদেব, পৃ. ৮
১৪. তদেব, পৃ. ৭
১৫. তদেব, পৃ. ২১
১৬. তদেব, পৃ. ৩৮
১৭. তদেব, পৃ. ৪৩

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 03
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 14 - 25
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৮. তদেব, পৃ. ৬৫
১৯. তদেব, পৃ. ১৭০
২০. তদেব, পৃ. ৪৫৯
২১. তদেব, পৃ. ৬০
২২. তদেব, পৃ. ২৫৪
২৩. তদেব, পৃ. ২৬৫
২৪. ভট্টাচার্য আশুতোষ : *'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'*, কলিকাতা বুক হাউস, ২০১৫, পৃ. ২৯০
২৫. দাস আশুতোষ : *'তন্ত্রবিভূতি বিরচিত-মনসা পুরাণ'*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০, পৃ. ১৭
২৬. তদেব, পৃ. ৩২৩
২৭. তদেব, পৃ. ১২
২৮. তদেব, পৃ. ৪১১
২৯. তদেব, পৃ. ২৯
৩০. তদেব, পৃ. ২০
৩১. তদেব, পৃ. ৭২
৩২. তদেব, পৃ. ৮
৩৩. তদেব, পৃ. ৩৭৬
৩৪. তদেব, পৃ. ৪১
৩৫. তদেব, পৃ. ৬৮
৩৬, তদেব, পৃ. ১৭৭-১৭৮
৩৭. তদেব, পৃ. ৩৮৪
৩৮. তদেব, পৃ. ৩৮৪
৩৯. তদেব, পৃ. ৪১১
৪০. তদেব, পৃ. ২১১

Bibliography:

দাস আশুতোষ : *'তন্ত্রবিভূতি বিরচিত-মনসা পুরাণ'*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০
ভট্টাচার্য আশুতোষ : *'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'*, কলিকাতা বুক হাউস, ২০১৫
বন্দোপাধ্যায় ড. অসিতকুমার : 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', মডার্ণ বুক এজেন্সী, ২০১৭
সেন সুকুমার : *'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'*, প্রথম খন্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৯৭৮